শনিবার
১৯ আগস্ট ২০১৭
৪ ভাদ্র ১৪২৪

কালের কণ্ঠ

অবসরে

www.kalerkantho.com

জেলেদের সঙ্গে ডা. মাহমুদুর রশিদ

তিনি এখন মনপুরায়

ভোলার লালমোহন হাসপাতাল বদলে দিয়ে ডা. মাহমুদুর রশিদ এখন মনপুরায়। মনপুরায়ও যাঁরা হাসপাতাল

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হয়ে আমি মনপুরা আসি ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এরই মধ্যে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কাজ করেছি প্রায় ১৫ বছর। লালমোহন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগ দিয়েছিলাম ২০০৬ সালের নভেম্বরে। তার পরই হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নামি। রোগীদের যেমন ব্যাপারটি নিয়ে সচেতন করতাম, হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গেও বৈঠক করতাম। একপর্যায়ে সফলও হই। তবে সহজ ছিল না আর সময়ও লেগেছে অনেক।

মনপুরা একেবারে বিচ্ছিন্ন

মেঘনার চর মনপুরা। এক লাখ মানুষ বাস করে এখানে। প্রাকৃতিক দিক দিয়ে খুব সুন্দর। কিন্তু মানুষ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পায় না। জলপথেই যা যোগাযোগ। শিক্ষার হার খুব কম। মানুষ সরকারি সেবাগুলোও নিতে পারছে না। আমি বুঝতে চাইলাম, কেন মানুষ হাসপাতালে আসে না? হাট-বাজারে ঘুরতে থাকলাম। চায়ের দোকানেও গল্প জমাতাম। মানুষজন বলল, 'হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার পাই না। নার্স থাকে না। ওষুধ নাই। অথচ ভিজিট দিতে হয়।' আমি ঘরে ফিরে এসে একটি বোর্ড টাঙানোর কথা ভাবলাম। আর তাতে লেখা হলো, হাসপাতালে কোনো ফি লাগে না।

ছিলাম। উপায় করতে পারিনি কিছু। মেয়েটি, মনে করুন আমার সামনেই রক্তক্ষরণে মারা গেল। আমার চোখ দিয়ে পানি চলে এসেছিল।

জারিগানের দল

এই মাটেই একটি জারি গানের দল করার কথা ভেবেছিলাম। দলনেতা করা হলো স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমির শিক্ষক জুরান বাবুকে। দলে নাম লেখাল বীণাপাণি দাস, তপন বাবু আর বৈশাখী। প্রথম গানটির কথা ছিল এমন—সুস্থ শিশুর জন্ম দেওয়া চাই, সময়মতো সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাই। হাটে, মাঠে, ঘাটে দলটি গান গেয়ে বেড়াতে থাকল। লোকে আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে শুরু করল।

হাসপাতালটি ৩১ শয্যাবিশিষ্ট

আগে হাসপাতালে রোগী ভর্তি হতে আসত না। এখন কোনো কোনো দিন ৭০-৮০ জনও চলে আসে। হাসপাতালে এখন চারজন মেডিক্যাল অফিসার, আটজন নার্স, পাঁচজন পরিচ্ছন্নকর্মী কাজ করছেন। এখনো এখানকার অবকাঠামো উন্নত নয়। বিদ্যুৎ সুবিধাও পাচ্ছি না সে রকম। কিন্তু আমরা কর্মীরা সবাই আন্তরিক। সেবা দেওয়ার মন তৈরি হয়েছে সবার। ওয়ার্ডবয়, কুকরাও পিছিয়ে থাকছে না কাজে। কোনো কাজ করার

অবসরে
শনিবার। ১৯ আগস্ট ২০১৭। ৪ ভাদ্র ১৪২৪
oboshore@kalerkantho.com

কালের কণ্ঠ

তোমায় সালাম

জলরাজ

তাঁকে বলা হয় কিং অব দ্য চ্যানেল। তিনি ব্রজেন দাশ। বাংলার গর্ব। ফ্যাশন হাউস নিত্য উপহার তাঁর চ্যানেল জয়ের ৬০ বছর উদ্‌যাপন আয়োজনে মেতেছে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন

পিন্টু রঞ্জন অর্ক

ব্রজেন দাশের চ্যানেল জয়ের ৬০ বছর উদ্‌যাপন করতে নিত্য উপহার। বাজারে এনেছে টি-শার্ট

Channel Swimming Association

Comdr. C. Gerald Forsberg O.B.E., R.N.
President

This is to certify that

Brojen Das
From East Pakistan - now Bangladesh
swam the English Channel

23rd August 1958	France to England	14hrs 52mins
27th August 1959	France to England	13hrs 53mins
22nd September 1959	England to France	13hrs 26mins
17th August 1960	France to England	14hrs 43mins
8th September 1961	France to England	11hrs 48mins
21st September 1961	France to England	10hrs 35mins World Record

Awarded "King of the Channel" in 1968

[illegible] President
[illegible] Chairman
[illegible] Hon. Secretary

চ্যানেল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সার্টিফিকেট

চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার পরপরই

ব্রজেন দাশের জন্ম ১৯২৭ সালে। মুন্সীগঞ্জের কুচিয়ামোড়া গ্রামে। ধলেশ্বরীতে কেটেছে ছোটবেলা। স্কুলবেলায় বুড়িগঙ্গায়ও কেটেছে অনেক সময়। দেশভাগের অল্প আগে কলকাতা গিয়েছিলেন। ভর্তি হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। তখন প্রফুল্ল ঘোষের আগ্রহে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবেও নিয়মিত হাজিরা দিতেন। এ ক্লাবের হয়েই তিনি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জেতেন।

দেশের ছেলে দেশে

সেটা ১৯৫৩ সাল। ১৯৫৬ পর্যন্ত তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে ১০০, ২০০, ৪০০ ও দেড় হাজার মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে অজেয় ছিলেন ব্রজেন দাশ। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান অলিম্পিকেও (জাতীয় অ্যাথলেটিকস আসর) ১০০ ও ৪০০ মিটার জেতেন। তাই ভাবা স্বাভাবিক ছিল যে তাঁকেই পাঠানো হবে ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে। কিন্তু বাঙালি অবাক হলো দেখে যে দলে তাঁর জায়গা হয়নি।

ক্রীড়াজগৎ সাময়িকী থেকে

ব্রজেন দাশ 'আমার কথা' নামের একটি লেখা লিখেছিলেন ক্রীড়াজগতে। তাতে আছে, 'পুরো পাকিস্তান সাঁতারে আমি একমেবাদ্বিতীয়াম। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমাকে দলভুক্ত করা হলো না। পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের সাঁতারুদের নেওয়া হলো। আমার মন ভেঙে যায়। তবুও কিছু করার বা বলার নেই; কিন্তু আমার মনে দারুণ জেদ চাপল। কিছু একটা করার প্রবল ইচ্ছা হলো। সাঁতারে চমকপ্রদ এমন কিছু করতে হবে, যেন পশ্চিম পাকিস্তানিদের টনক নড়ে। ...একদিন রোজকার মতোই খবরের কাগজ পড়ছিলাম। হঠাৎ এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। কোনো এক সাঁতারু চারবার চেষ্টা করেও চ্যানেল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমার মনে ঘটনাটি দারুণভাবে দাগ কাটে। তা ছাড়া চ্যানেলের কথা আগে কখনো শুনিনি। ভাবলাম, চ্যানেল অতিক্রম করতে পারলে বোধ হয় কিছু একটা করা যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে চ্যানেল অতিক্রম করতেই হবে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা প্রতিটি ক্ষেত্রে ছলে-বলে-কৌশলে বাঙালিদের পিছিয়ে রাখছে। এর মধ্যেও আমাদের [illegible] হবে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের দেখিয়ে দিতে হবে বাঙালিদেরও প্রতিভা আছে।'

যাত্রা শুরু

১৯৫৭ সাল। একনাগাড়ে ১২ ঘণ্টা সাঁতার কাটলেন ব্রজেন। তিনি এর পর ২৬ মাইল টানা। তারপর একনাগাড়ে ৪৮ ঘণ্টা। [illegible] অংশ নিয়েছিলেন ঢাকা-চাঁদপুর দূরপাল্লার সাঁতারেও। ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে অংশ নেওয়ার আনুষ্ঠানিক আগে ইতালির কাপরি দ্বীপ থেকে নেপলস পর্যন্ত সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দ্বিতীয় হন।

প্রথমবারেই সফল হয়েছিলেন

১৯৫৮ সালে প্রথম চেষ্টায়ই (১৮ আগস্ট মধ্যরাতে সাঁতার শুরু করেছিলেন আর পরদিন দুপুরে) এশিয়ার প্রথম সাঁতারু হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার অনন্য কীর্তি গড়েছিলেন ব্রজেন দাশ। তিনি বাটলিনস চ্যানেল [illegible] ২৩টি দেশের মোট ৩৯ জন সাঁতারু [illegible] প্রতিযোগিতায় [illegible] ছিলেন। ব্রজেন দাশ [illegible] এই চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন। শেষবারটি ছিল ১৯৬১ সালে।

দ্রুততম সময়ে চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার ১১ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙেন ওইবারই। মিসরের সাঁতারু আব্দুল এল রহিম ১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে পাড়ি দিয়েছিলেন ইংলিশ চ্যানেল। ব্রজেন পাড়ি দিলেন ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে। সর্বোচ্চ ছয়বার ও সবচেয়ে কম সময়ে পাড়ি দেওয়ার দুটি কীর্তি জায়গা পেয়েছিল গিনেস বুকে। রানি এলিজাবেথ শুভেচ্ছা বার্তায় বলেছিলেন, 'স্প্লেনডিড অ্যাচিভমেন্ট'। একবার ইংল্যান্ডের চ্যানেল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে 'কিং অব দ্য চ্যানেল' তকমা দেয়। দেশে স্বাধীনতা পদক (মরণোত্তর) ছাড়াও পেয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু অ্যাওয়ার্ড।

মোহাম্মদ আলী বলে গেছেন

দ্য গ্রেটেস্ট মোহাম্মদ আলী। ১৯৮৫ সালে বলেছিলেন, 'তুমি চ্যানেলের রাজা, আমি বক্সিংয়ের। কিন্তু আমার কাছে তোমার অর্জনই সেরা।' ১৯৬৮ সালে নিউ ইয়র্কভিত্তিক ক্রীড়া সাময়িকী স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইংলিশ চ্যানেল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের অনারারি সেক্রেটারি জন উইন বলেছিলেন, 'চ্যানেল আপনার ইচ্ছাশক্তি আর সহ্যক্ষমতা কেড়ে নেবে। বরফ শীতল ঠান্ডা পানি আর বিরতিহীন ঢেউয়ের সঙ্গে কমপক্ষে ২০ ঘণ্টা যুঝতে হয় সাঁতারুদের। সেটা [illegible], তোমাদের (যুক্তরাষ্ট্র) [illegible] কিংবা পাকিস্তানের ব্রজেন দাশের পক্ষে সম্ভব।'

রুপালি পর্দায়ও নাম লিখিয়েছিলেন

'কলঙ্কিত নায়ক', 'বাবু মশাই', 'সেই চোখ' ইত্যাদি ছবি প্রযোজনার পাশাপাশি 'সোনার কাঁটা' সিনেমায় অভিনয়ও করেন ব্রজেন। তাঁর প্রযোজিত উত্তম কুমার অভিনীত 'স্ত্রী' সিনেমাটি সে সময় সুপারহিট হয়। এ ছবি প্রযোজনার বছর দশেক পর ব্রজেন দাশের হার্ট অ্যাটাক হয়। ছয় বছর পর দ্বিতীয় স্ট্রোক এবং ১৯৯১ সালে ওপেন হার্ট সার্জারি। এর মধ্যে ক্যান্সারও আক্রমণ করে। ১৯৯৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[illegible]

[illegible] টি-শার্টগুলো করেছে তারা। [illegible] বলেন, 'আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে ব্রজেন দাশের [illegible] এমন [illegible] কিন্তু [illegible] পাকিস্তানও [illegible] তাই তাঁকে স্মরণ করা [illegible] টি-শার্টগুলো [illegible] ও হালকা [illegible] আমাদের [illegible]।' একটিতে বুকের দিকে ব্রজেন দাশের [illegible] পোর্ট্রেট। নিচে ইংরেজিতে লেখা 'দ্য কিং অব চ্যানেল'। এর পর মোহাম্মদ আলীর সেই বিখ্যাত উক্তি, 'তুমি চ্যানেলের রাজা, আমি বক্সিংয়ের। কিন্তু আমার কাছে তোমার অর্জনই সেরা।' সঙ্গে ব্রজেনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। সবার শেষে [illegible]। আরেকটি টি-শার্টে চ্যানেল সাঁতারুদের এমন একটি [illegible]। [illegible] ইংলিশ চ্যানেলের মাপ দিয়ে [illegible] ব্রজেন দাশের সাঁতার শুরু ও শেষের [illegible] বাংলা ও ইংরেজি হরফে [illegible]। [illegible] কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে। [illegible] টি-শার্টের পিঠের দিকে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা 'ইংলিশ চ্যানেল জয়ের ৬০ বছর উদ্‌যাপন'।